ভার্ক পরিক্রমা

বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

গত ১৩ আগষ্ট ২০২৩ তারিখে ভার্ক এর পক্ষ থেকে ২০৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ভার্কের প্রধান কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো: ফসিউল্লাহ, ভার্ক এর কার্যকরী পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী, ভার্ক এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য মিসেস রোকেয়া হক, নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: ইয়াকুব হোসেন, উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: মাসুদ হাসান ও অধ্যাপক দীপক কুমার সাহা, সদস্য, সাধারন পরিষদ, ভার্ক।

ভার্ক বিগত ২০০৯ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবৃত্তি এবং ২০১৯ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে আসছে। ২০২৩ সালে ভার্ক বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২১৯ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে এবং এ পর্যন্ত মোট ১,৬৭১ জনকে সর্বমোট ১,৩৯,৯৮,০০০ টাকা বৃত্তি হিসাবে প্রদান করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ আগষ্ট ২০২৩ তারিখে দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে করা হয়। ভার্কের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে সদস্যদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সদস্যদের মধ্যে ফলজ গাছের চারা বিতরণ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়।

ভার্ক ভোলাহাট অফিসের নতুন ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

গত ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর ভোলাহাট কর্মএলাকায় নিজস্ব জমিতে অফিসের নতুন ভবন নির্মানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী, সভাপতি, কার্যকরী পরিষদ, ভার্ক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিসেস রোকেয়া হক, সদস্য, কার্যকরী পরিষদ, ভার্ক। আরও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তানিনা খালেদ আলী, ভাইস-চেয়ারম্যান, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) ও জনাব রওশন আরা বেগম, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ভার্কের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ ইয়াকুব হোসেন। প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী ভার্ক ভোলাহাট অফিসের নতুন ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাইল ফলক উম্মোচন করেন এবং নতুন ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভার্কের উপ-নির্বাহী পরিচালক, জনাব মোঃ মাসুদ হাসান, জনাব মুস্তাফিজুর রশিদ মৃধা, পরিচালক, মানব সম্পদ ও প্রশাসন ও জনাব রণদা প্রসাদ সাহা, পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স। শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও ভার্কের উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণ মোট ৪৯ জন কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সর্বমোট ৬,১২,০০০/- টাকার চেক হস্তান্তর করেন। সম্মানিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করার জন্য ভার্ক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

জীবন – দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত রেইজ প্রকল্পের শিক্ষানবিশ কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষানবিশদের ০৫ দিনব্যাপী জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভার্ক প্রধান কার্যালয়ে ০৬-১০ আগষ্ট এবং ২৭-৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন জনাব মো: ইয়াকুব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, ভার্ক। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভার্কের উপ-নির্বাহী পরিচালক, জনাব মো: মাসুদ হাসান ও পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স, জনাব রণদা প্রসাদ সাহা। প্রশিক্ষণে মোট ২০জন (নারী ০৭ জন ও পুরুষ ১৩ জন) শিক্ষানবিশ অংশগ্রহন করেন।

দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন জনাব তপন কুমার সাহা, উপ-পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স ও ফোকাল পারসন - রেইজ, ভার্ক। প্রশিক্ষণে ১৩ জন (নারী ০৭ জন ও পুরুষ ০৬ জন) শিক্ষানবিশ অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য ছিল তরুনদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাধা ও সম্ভাবনা সমূহ জানা, সঠিক পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসা পরিচালনা করা এবং উদ্যোক্তাদের স্ব-উদ্যোগ পরিচালনায় জীবন দক্ষতা সমূহ সনাক্তকরণ, ধারনা তৈরী ও প্রয়োগবিধি সর্ম্পকে জানা।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা

ভার্কের পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায়, মোহনপুর এরিয়া প্রসূতীকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আলোচনা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মকান্ডের আওতায় উর্দ্বতন কর্মসূচী সংগঠক (স্বাস্থ্য) প্রসূতীকালীন সময়ে মায়েদের কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং কি করা যাবে আর কি করা যাবে না এই সব বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও তৎসংক্রান্ত যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়।

পিছিয়ে পড়া অপরাজিতা এখন ক্লাসের মেধাবি ছাত্রী

পিছিয়ে পড়া ৯ বছরের অপরাজিতা সাহা মাতৃভূমি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মাধু সাহার নিবিড় তত্বাবধানে এখন ক্লাসের মেধাবী ছাত্রী। আমাদের এ জন্মভূমির আনাচে কানাচে এবং দেশের প্রতন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক মেধাবী। এদের কে সঠিক পরিচর্যা করতে পারলে এরা হয়ে উঠবে আগামী দিনের দেশের সম্পদ। এ সকল মেধাবীদের মেধা বিকাশের জন্য পিকেএসএফ এর শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম অন্যতম। ২০১৪ইং সাল থেকে সমগ্র বাংলাদেশে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে ২০২টি ইউনিয়নে শিশুর মেধা বিকাশে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২টি ইউনিয়নের মধ্যে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়ন অন্যতম। এই ইউনিয়নে ৩১টি স্কুলের মাধ্যমে ৩১ জন শিক্ষিকার সহায়তায় শিশুর মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র গুলো। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করা। উক্ত কাজের ফলে লক্ষণপুর ইউনিয়নে পিছিয়ে পড়া অনেক শিশু প্রাথমিক স্তর থেকে আলোর পথ দেখছে এবং মেধাবি হয়ে গড়ে উঠছে। তেমনই একজন শিশুর নামঃ অপরাজিতা সাহা, পিতাঃ মৃত সঞ্জয় সাহা, মাতাঃ চুমকি সাহা, গ্রামঃ লক্ষণপুর। অপরাজিতা সাহা বর্তমানে লক্ষণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী। অপরাজিতা সাহার পরিবার ৪ সদস্য বিশিষ্ট। সংসার ছোট হলেও অভিভাবকহীন পরিবার, তার পিতা সঞ্জয় সাহা ২০১৯ সালে মারা যাওয়ার পর ক্ষুধার যন্ত্রণা ও দারিদ্রতা তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। ফলে তাদের মৌলিক চাহিদার মত গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিলনা। অপরাজিতা সাহার পড়া-লেখার খরচ যোগানো তার পরিবারের পক্ষে ছিল খুবই কঠিন। শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদি না পাওয়ায় তার লেখা-পড়া বাধাগ্রস্থ হয়। এর ফলে অপরাজিতা সাহা লেখা-পড়ায় পিছিয়ে পড়ে।

ঠিক তখনই ২০২০ সালে সে ভার্ক-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ভর্তি হয়। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা মাধু সাহার নিবীড় তত্বাবধানে অপরাজিতা সাহার মেধার বিকাশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে মেধাবী। ১ম শ্রেনীতে রোল-৮, এরপর ২য় শ্রেনীতে রোল-৪, ৩য় শ্রেনীতে তার রোল এবার-২ হয়েছে। এখন সে তার স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রীতে পরিনত হয়েছে। তার এই সফলতার কারনে সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র এবং ভার্ক-এর ব্যাপক সুনাম ও খ্যাতি ফুঠে উঠেছে ।

প্রকাশনায়: ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৩৩৭১২১৬, ০২২২৩৩৭১২১৭, ০২২২৩৩৭১২১৮